# ৮ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণা : গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাথে প্রহসন

# ১৮ হাজার টাকা দাবি

**গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১৮ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে জি-স্কপ এর মিছিল**

গার্মেস্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান এবং মজুরি পুনর্বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরির সাথে সংগতি রেখে নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ)' এর উদ্যোগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) এর সদস্যসচিব নাইমুল আহসান জুয়েল এর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুল আহসান, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল, সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, পোশাক শিল্প শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সরদার খোরশেদ, বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাণী খান, জাতিয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দল এর সভাপতি হাজী মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক লুৎফুন নাহার লতা, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের সভাপতি রোকেয়া সুলতানা আঞ্জু, জাতীয় গার্মেন্টস দর্জি সোয়েটার শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ রফিক, বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি তুহিন চৌধুরি, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সম্পাদক আরাফাত জাকারিয়া সঞ্জয়, প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শিরিন আক্তার, তৃণমূল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামিম খান, রেডিমেড গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল জলিল প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধরণের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের সুপারিশের সাথে সাথে শ্রমিক সংগঠনসমূহের মতামত প্রকাশ বা আপিলের সুযোগ না দিয়ে শ্রম প্রতিমন্ত্রী ১৩ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা করেছেন। রীতি অনুসারে মজুরি বোর্ডের সুপারিশের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আপত্তি পেশের জন্য কমপক্ষে ১৫ দিন সময় দেওয়া উচিত ছিল। নেতৃবৃন্দ শ্রম প্রতিমন্ত্রীর এই ধরণের আচরণের নিন্দা জানিয়ে বলেন, মালিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচারণ করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে যা দুঃখজনক।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, স্কপভূক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনগুলির জোট (জি-স্কপ) এর নেতৃত্বে গার্মেন্টস শ্রমিকেরা নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে। সরকার ২ জুলাই '১৮ রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করে যা

২০১৫ সাল থেকে কার্যকর হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত দেয়। গত ৩ বছরের ইনক্রিমেন্টসহ রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের এই মজুরির বর্তমান পরিমাণ ১৭৮১২ টাকা। অর্থাৎ সরকারের মানদণ্ডেও এটা প্রমাণিত যে একজন শ্রমিকের মানবিক জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা প্রয়োজন। কিন্তু সবকার মালিকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শ্রমিদের দাবির সাথে প্রহসনমূলক মজুরি ঘোষণা করেছে। সরকার ৮ হাজার টাকার যে মজুরি ঘোষণা করেছে তার মধ্যে মূলমজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা। ২০১৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মূলমজুরি ৩০০০ টাকা ৫ শতাংশ হারে বাৎসরিক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিদ্যমান নিম্নতম মূলমজুরি ৩ হাজার ৮২৮ টাকা। অর্থাৎ নতুন মজুরি ঘোষণায় শ্রমিকদের মূলমজুরি মাত্র ২৭২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা প্রমাণ করে মজুরি বোর্ড শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৪১ নং ধারায় উল্লিখিত মানদণ্ড কিংবা আইএলও কনভেনশন ১৩১এর মজুরির মাপকাঠিকে কোন মূল্য দেয়নি।

নেতৃবৃন্দ, ঘোষিত মজুরি পুনর্বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরির সাথে সংগতি রেখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা ভিত্তি ধরে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের অর্থনীতির সুষম বিকাশ সম্ভব নয়। শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই উৎপাদনের মূলচালিকা শক্তি শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে।

নেতৃবৃন্দ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮ তারিখে শ্রম মন্ত্রীর বরাবর আপত্তিপত্র পেশ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন জি-স্কপের দাবি বিবেচনা না করে একপাক্ষিকভাবে শুধু মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা হলে জি-স্কপ বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায়ে সচেষ্ট হবে।